দৈনিক সংবাদ

FEB. 21 200

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ......

আজ অমর একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্পাদকীয়

আজ অমর একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে সারাদেশে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবেও আমরা এবং বিশ্বের জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো এ বছর তৃতীয়বারের মতো দিনটি পালন করছে। বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র ও তরুণরা প্রাণ দেয় ঢাকার রাজপথে। তারপর প্রতিবছরই এদেশের বাঙালিরা অমর শহীদ দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি পালন করে আসছে।

এই একুশের চেতনা হলো এক কথায় 'একুশ মানে মাথা নত না করা'। এভাবেই বাঙালিরা গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়। একুশের পথ ধরেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভাষাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। এই গৌরব ও গর্ব অর্জনের পথ ধরে বারংবার পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ অতিক্রম। বাংলাদেশের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সংগঠনের দশজন সদস্যের মধ্যে প্রবাসী দু'জন সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের। তাদের সক্রিয় উদ্যোগ ও কার্যক্রমের ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়। ইউনেস্কো হেড কোয়ার্টারে প্রেরিত বাংলাদেশ সরকারের খসড়া প্রস্তাবের ব্যাখ্যামূলক নোটে ভাষাকে বলা হয়েছে আমাদের বাস্তব ও পরোক্ষ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের মাধ্যমে জেনে গেছে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনে তরুণদের আত্মোৎসর্গ কিভাবে একটি ভাষাভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিল। তাই আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির অমর দিবসটি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কোতে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং ২০০০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশে দেশে পালিত হয়ে আসছে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, কবিতা ও শিল্পকলার বিকাশ সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভের জন্যই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের এদেশীয় দোসরদের প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যায় উৎসাহ দিয়েছিল। এটা আমরা জেনেও স্বাধীনতার পর আবেগগ্রস্ত হয়েছি। বহু সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করেছি; কিন্তু একুশের শহীদদের আদর্শ এবং একই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ ও মূল্যবোধকে আমরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারেনি।

প্রতিবছরই অমর একুশকে ঘিরে আমাদের লেখক, সাহিত্যিক, কবি এবং সৃজনশীল নতুন লেখকরা হাজির হন একুশের বই মেলায়। এক কথায় 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির' প্রভাত-ফেরি সঙ্গীত আমাদের মধ্যে একটা ঐক্যের সূচনা করে। একটা উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেয়।

এবার একুশে এসেছে বৈরী পরিস্থিতিতে। বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় বাংলা একাডেমীর ছন্দ পতন হয়েছে। সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একাডেমীতে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বাংলা একাডেমীর কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বই মেলার পরিবেশের ওপরও কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে অনেকেই ক্ষুব্ধ। আমাদের রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব এবং তার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তারই যেন ছায়া পড়েছে বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালায়।

এবার বইমেলায় বই বিক্রি কম হচ্ছে এবং প্রকাশিত বইও গতবারের তুলনায় কম। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে একটা অভিযোগ চলছে যে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন চলছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ ক্রমেই অবক্ষয় প্রাপ্ত হতে বাধ্য।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদাররা শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন যারা এদেশে তাদের সহযোগী ছিল, আজ তারাই কালের চক্রে শহীদ মিনারে আমাদের অংশীদার হিসেবে রাজনীতিতে সহযোগী হয়েছে। এজন্য তাদের শুধু না দুষে আমাদের কোন্ পাপে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে হবে।

আমরা আত্মসমালোচনার পথ পরিহার করে শুধু মহৎ বুলিগুলো আপ্ত-বাক্যের মতো পুনরুক্তি করছি। একুশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে, তাদের স্বপ্ন ও আদর্শকে সম্বল করে একদিন এদেশের দামাল ছেলেরা এক সাগর রক্ত দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। জননী-জায়া-ভগ্নিরা তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছিল। এতসব ত্যাগ ও অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে আজ একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন কেন পুনরায় একাত্তরের ঘাতকদের সঙ্গে আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি? সে জবাব আমাদেরই দিতে হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা শুধু মহৎ শব্দরাজি উচ্চারণ করেই আমরা নিজেদের দায়মুক্ত করতে পারি না।

মনে রাখতে হবে, ভাষার অবিনাশী শক্তি, মানুষের আত্মিক মুক্তি, সৃজনশীল বিকাশ এবং তার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে বাঁধা। আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধি একসূত্রে বেঁধে আমরা আজ জাতিগত মহৎ অর্জনগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলছি। এই আত্মবিধ্বংসী কৌশলের চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসাই মহান একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের লগ্নে আমাদের সংকল্পবাক্য হোক। একুশের মহৎ দিনটি সমগ্র জাতিকে পথ দেখাবে সামনে এগিয়ে চলার। উজ্জ্বল উদ্ধারের সাধনায় কোন বিকল্প পথ নেই। গণতন্ত্র হলো সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে এগিয়ে চলা, কাউকে পেছনে ফেলে রাখার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সাধনায় নেই। আমাদের আত্মপরিচয়ের ওপর থেকে মোহাবরণ উন্মোচিত করুক মহান একুশে- এই হোক আমাদের প্রার্থনার বাণী এবার।